Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 67
July-Sept. 2021

ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার : শরী'আহ্ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

The Security and Right of Life of Illegitimate Child : A Comparative Analysis between *Sharī'ah* and Existing Laws

Emdadul Haque*

ABSTRACT

A child born through zinā' or adulteration is called illegitimate child. Having prohibited the act of zinā' Islam has closed all the means of giving birth to illegitimate children. However, because of a few men and women's illegal sexual intercourse still illegitimate children are being born in the society. Their being abhorred and rejected, the illegitimate children are killed just after the conception or delivery whereas illegitimate children are also entitled the right to be born and live their lives on earth. In this article, an effort has been made to offer a comparative analysis of Shariah and existing laws regarding the illegitimate child's security of and right to life. The present article has been written in descriptive analytical and comparative fashions. The analysis of the findings of this article shows that in stopping the birth of illegitimate children, Islam has introduced hijab system and different dress codes for man and woman, mandated the rulings of marriage, and strictly prohibited all types of illegal sexual intercourse and branded it to be the highest punishable offence. However if illegal sexual intercourse occurs and illegitimate childrenare born, Islam, considering the humanitarian aspect of their lives, has protected their security of life, identity, social and religious status and all other rights including the right to inheritance which is an unparalleled example in the world history of human rights.

Keywords: Illegitimate Child; *Ghurrah* (Feticide Law); Rights; Islamic Sharī'ah; Security

*. Dr. Emdadul Haque is a lecturer (part-time) of Islamic Studies, Asian University of Bangladesh, email: helalee80@gmail.com

সারসংক্ষেপ

যিনা বা অবৈধ যৌনাচার দ্বারা জন্মলাভকারী সন্তানকে 'ব্যভিচারজাত সন্তান' বলা হয়। ইসলামে যিনা হারাম করার মাধ্যমে ব্যভিচারজাত সন্তান জন্মদানের পথসমূহ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তারপরেও কিছু সংখ্যক নর-নারীর অবৈধ যৌন মিলনের ফলে এমন সন্তান জন্ম লাভ করছে। ব্যভিচারজাত সন্তান সমাজে নিগৃহীত ও ঘৃণিত হওয়ায় সাধারণত গর্ভধারণ বা প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করা হয়। অথচ অবৈধ গর্ভজাত সন্তানেরও পৃথিবীতে জন্মলাভ ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এ প্রবন্ধে ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রসঙ্গে শরী'আহ্ আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এ প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামী শরী'আহ্ মানবসমাজে ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্মরোধকল্পে পর্দা, বিবাহ, সর্বপ্রকার অবৈধ যৌনাচারকে নিষিদ্ধকরণসহ যিনাকে সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করেছে। তথাপি কোনোক্রমে ব্যভিচার সংঘটিত হলে এবং এতে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে এসব হতভাগ্য সন্তানের ক্ষেত্রে মানবিক দিক বিবেচনা করে তার জীবনের নিরাপত্তা, পরিচয়, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান এবং উত্তরাধিকারসহ সার্বিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মূলশব্দ : ব্যভিচারজাত সন্তান, গুররাহ্ (ভ্রূণহত্যা আইন), অধিকার, ইসলামী শরী'আহ্, নিরাপত্তা।

১. ভূমিকা

'ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার : শরী'আহ্ আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী শরী'আহ্ ব্যভিচারজাত সন্তান উৎপাদনের সব পথ-প্রক্রিয়া সমূলে বন্ধ করা সত্ত্বেও যদি কোনো কারণে এমন সন্তানের জন্ম হয়, তখন তার জন্য ইসলামী শরী'আহ্ বিধান প্রদান করেছে। এ কথা সুবিদিত যে, যিনা (ব্যভিচার) প্রসঙ্গে এত বিধি-নিষেধ থাকার পরেও বিশ্বব্যাপী জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে এ অপরাধ প্রবণতাটি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে লক্ষণীয়। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজব্যবস্থায় তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, প্রথমত, অবৈধ গর্ভধারণ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-কোনো মূল্যে গর্ভপাত করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যা সংশ্লিষ্ট নারীর জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তা ছাড়া তার গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা সুস্পষ্ট মানবহত্যার শামিল। দ্বিতীয়ত, ব্যভিচারের ফলে সন্তান জন্ম লাভের পর নবজাকতককে গোপনে অমানবিকভাবে মাঠে, রাস্তায়, ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হচ্ছে, যেটা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সকল নিম্নবিত্ত ব্যভিচারিণী শিশুর প্রতি ভালোবাসার কারণে তাকে বাঁচিয়ে রাখছে, এ শিশুও সমাজে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ ব্যভিচারজাত সন্তানেরও মৌলিক মানবাধিকারগুলো প্রাপ্য। এ প্রবন্ধে ব্যভিচারজাত সন্তানের পরিচিতি, এমন সন্তান জন্মরোধকল্পে ইসলামের মৌলিক দিক-নির্দেশনা, ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকারের বিভিন্ন দিক দলীলসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগে নবগঠিত মদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়

আদালতে উত্থাপিত ব্যভিচার-সংক্রান্ত মোকদ্দমাসমূহের রায়ের আলোকে ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় গর্ভস্থ সন্তানের ভ্রূণ সুরক্ষা, জন্মলাভ, দুগ্ধপান করানো, লালন-পালন করা, অভিভাবকত্ব, বিবাহ প্রদান, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং ব্যভিচারজাত সন্তানের ইমামতি করার বিধানসহ অন্যান্য বিধানসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যভিচারজাত সন্তানের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান ইসলামী শরী'আহ্ আইন, অন্যান্য ধর্মের উত্তরাধিকার আইন ও প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনের আলোকে বিশ্লেষণধর্মী তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

২. ব্যভিচারজাত সন্তান

২.১ ব্যভিচারজাত সন্তান (ولدالزنا)-এর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ

আরবি ভাষায় ব্যবহারিক পরিভাষা হল ولد الزنا বা 'ব্যভিচারজাত সন্তান' (Rahman 2010, 198)। আল-কুরআনে ব্যভিচারজাত সন্তানের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে الزنيم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ 'রূঢ় স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত' (Al-Qurān, 68:13)। এ আয়াতে বর্ণিত زَنِيمٍ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ আয়াতে বর্ণিত زَنِيمٍ হল الدعيّ ব্যভিচারজাত সন্তান (Ibn Jarīr 2000, 23/538)। আবার الزنيم শব্দটি হীন, নীচ, জারজ (সন্তান), কুখ্যাত, বহিরাগত প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয় (Rahman 2002, 541)। ইংরেজিতে বলা হয়, unlawfully begotten, misbegotten, illegimate, basterd ইত্যাদি (BABED 1994, 230; BAEBD 2006, P. 64)। ' ব্যভিচারজাত সন্তান'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল, উপপতির দ্বারা উৎপন্ন সন্তান; জারজ শিশু; বেজন্মা (Sharif 2007, 225)। হাদীসে 'ব্যভিচারজাত সন্তান' বোঝাতে ولد الزنا পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا কোনো লোক যদি কোনো দাসী অথবা স্বাধীন নারীর সঙ্গে যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাহলে তার জন্মগ্রহণকারী সন্তান, ব্যভিচারজাত সন্তান বলে গণ্য হবে (Musnad Al-Sahābah ND, 31/414)। এখানে ولد الزنا পরিভাষাটি ব্যভিচারজাত সন্তান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং যিনা[১]র দ্বারা জন্মলাভকারী সন্তানকে 'ব্যভিচারজাত সন্তান' বলা হয়।

১. **যিনার আভিধানিক অর্থ :** زنى 'যিনা' আরবি শব্দ। এর অর্থ সংকীর্ণতা ও ঢেকে ফেলা, তা গোপন সংকীর্ণ লিঙ্গে সংঘটিত হয়ে থাকে (Ibn 'Abidīn 1992, 4/4)। (নারী পুরুষের) অবৈধ যৌনকর্ম, যিনা, ব্যভিচার (Rahman 2010, 541)। আর শাব্দিক অর্থটি পারিভাষিক অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। ইংরেজিতে বলা হয় : Voluntary sexual intercourse between he and she. It is said: Adultery, Which is commited either between an unmarried. And forcely intercourse is called rape (OALD 1987, 17)।
যিনার পারিভাষিক অর্থ : যিনার পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইবনে আবিদীন বলেন, বিবাহবহির্ভূতভাবে বালেগ, বাকসম্পন্ন, অনুগত, যৌন কামনাময়ী নারীর সামনের দিক দিয়ে সঙ্গম করা (Ibn 'Abidīn 1992, 4/4)। আল-বাহুতী বলেন, সামনে অথবা পিছনের দিক দিয়ে অশ্লীল কাজ করাকে যিনা বলে (Al-Bahūtī 1986, 6/89)।

২.২ ব্যভিচারজাত সন্তান-এর পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ

হাদীসে ব্যভিচারজাত সন্তান-এর একটি চমৎকার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে, مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا 'যে ব্যক্তি দাসী অথবা স্বাধীন নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করবে, তার সন্তান হবে ব্যভিচারজাত সন্তান (Ibn Mājah ND, 2745)।

আল-কুরআনে এ ধরনের অবৈধ সন্তান বোঝাতে الزنيم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের অভিমত নিম্নরূপ :

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, أن الزنيم هو الذي يعرف بالشر নিশ্চয়ই ব্যভিচারজাত সন্তান সেই যে মন্দ পরিচয়ে পরিচিত' (Al-Alūsī 1997, 21/163)।

২. ইকরামা রহ. ব্যভিচারজাত সন্তানের সংজ্ঞায় বলেন, هو الدعيّ 'সে ব্যভিচারজাত সন্তান (Ibn Jarīr 2000, 23/538)।

৩. সাঈদ রহ. বলেন, هو الملصق بالقوم ليس منهم 'সে গোত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অথচ সে তাদের কেউ নয় (Ibn Jarīr 2000, 23/538)।

সুতরাং ইসলামী শরী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহবহির্ভূত নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন মিলনে জন্মলাভকারী সন্তানকে ব্যভিচারজাত সন্তান বলা হয়, সেটা নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে হোক বা অসম্মতিতে হোক। তেমনি ধর্ষণ থেকে জন্মলাভকারী সন্তানও 'ব্যভিচারজাত সন্তান'-এর হুকুমের আওতাভুক্ত হবে।

৩. ব্যভিচারজাত সন্তান জন্মরোধকল্পে ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক পদক্ষেপসমূহ

ব্যভিচারজাত সন্তান জন্মরোধকল্পে ইসলামী শরী'আহ্ কঠোর নির্দেশনা পেশ করেছে। আর এ কারণে ইসলামী শরী'আহ্ মৌলিক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হল:

৩.১ যিনা নিষিদ্ধকরণ

মানবসমাজে ব্যভিচারজাত সন্তান জন্মরোধকল্পে ইসলামী শরী'আহ্ যিনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি যিনার নিকটবর্তী না হবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ (Al-Qurān, 17:32)।

যিনার নিকটবর্তী না হওয়ার অর্থ হল, যেসব কার্যক্রম যিনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, যেসব কার্যক্রমকেও পরিহার করা। যিনা একটি গুরুতর অপরাধ বোঝাতে ও যিনা থেকে বিরত থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করে হাদীসে এসেছে, আবু উমামা সাহ্ল ইবনে হানিফ রহ. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها .

'তিনটির একটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের খুন বৈধ নয় : বিবাহিত হবার পর ব্যভিচারী হওয়া অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হওয়া অথবা কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা (Al-Tirmidī, ND, 2158, 4/460)।

কাজেই কোনো ব্যক্তি যাতে যিনার নিকটবর্তী না হয়, এজন্য ইসলামী শরী'আহ্ পূর্বসতর্কতা প্রদান করেছে। যিনা থেকে বিরত থাকলে সমাজে ব্যভিচারজাত সন্তান জন্ম নেবে না।

৩.২ লজ্জাস্থানের সুরক্ষা

চূড়ান্ত যিনা সংঘটিত হয় লজ্জাস্থানের মাধ্যমে। আর লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখা মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী (Al-Qurān, 23:5-7।

ইমাম আবু জাফর বলেন, এখানে প্রথম আয়াতে لِفُرُوجِهِمْ বলতে فروج الرجال বা পুরুষের লজ্জাস্থানকে বোঝানো হয়েছে (Ibn Jarīr 2000, 19/10)। কারণ এ আয়াতসমূহ পুরুষদের উদ্দেশ করে নাযিল হয়েছে। লজ্জাস্থানের হেফাজতের বিষয়টির গুরুত্ব উপস্থাপনের জন্য আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের অন্যত্র আবারও উপর্যুক্ত তিনটি আয়াত নাযিল করেছেন (Al-Qurān, 70:29-30)।

লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করা একজন মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ্ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন' (Al-Qurān, 33:35)।

এ আয়াতে وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন,

والحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والحافظات ذلك إلا على أزواجهن إن كن حرائر أو من ملكهن إن كن إماء،

আর পুরুষেরা হেফাজত করবে তাদের লজ্জাস্থানকে, তবে তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারটি ভিন্ন। নারীরাও নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে, তবে তাদের স্বামীদের ব্যাপারটি ভিন্ন, যদি তারা স্বাধীন হয়; অনুরূপভাবে তাদের মালিকদের ব্যাপারটিও ভিন্ন যদি তারা দাসী হয় (Ibn Jarīr 2000, 20/269)।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা যিনা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন।

৩.৩ নারীর সতীত্ব রক্ষা

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা নারীর সতীত্ব রক্ষার অনন্য উপমা প্রদান করেছেন। মারয়াম আ.-এর সতীত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

আর স্মরণ কর সে নারীর কথা, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে সৃষ্টিকুলের জন্য করেছিলাম এক নিদর্শন (Al-Qurān, 21:91)।

এ আয়াতে উল্লেখিত নারী প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুফাসসির তাবারী রহ. বলেন, তিনি হলেন, مريم بنت عمران 'মার্য়াম বিনতে ইমরান (Ibn Jarīr 2000, 18/522)। তাঁর প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে, حفظت فرجها ومنعت فرجها مما حرم الله عليها 'তিনি তার লজ্জাস্থানকে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে হেফাজত করেছিলেন, যা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য হারাম করেছিলেন (Ibid.)। এ মহীয়সী নারী প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾.

(আল্লাহ তাআলা আরো উদাহরণ পেশ করেন) ইমরান কন্যা মারয়াম-এর, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তার রবের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত (Al-Qurān, 66:12)।

এ আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণী فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا অর্থাৎ فنفخنا في جيبها من روحنا আমি তাঁর গর্ভে রুহ্ ফুৎকার করে দিলাম (Ibn Jarīr 2000, 23/500)। এভাবে ঈসা আ.-এর জন্ম হল। লোকেরা মারয়াম আ.-এর সতীত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করলে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জবাব প্রদান করেন। উপর্যুক্ত দু'টি আয়াতে গোটা নারী জাতির জন্য সতীত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মারয়াম আ.-এর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যা নারীজাতির জন্য আদর্শ।

৩.৪ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সর্বপ্রকার যিনা থেকে বিরত থাকা

যিনা থেকে নিবৃত্ত থাকতে, দুনিয়া ও আখিরাতে যিনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান হতে এবং সমাজে ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে যিনার প্রতি মোহ সৃষ্টি হয় এমন সকল কর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে। জ্ঞাতব্য যে, যিনা

এমন একটি গুনাহ যে গুনাহে মানবজাতি কোনো-না-কোনোভাবে কম-বেশি জড়িয়ে পড়বে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ নির্ধারিত করেছেন, আর সে তা অবশ্যই সংঘটিত করবে। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ.

আল্লাহ্ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ নির্ধারিত করেছেন, আর সে তা অবশ্যই করবে। আর দু'চক্ষুর যিনা হল দৃষ্টিপাত করা, মুখের যিনা হল কথা বলা, আর নফসের যিনা হল (যিনার) ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা করা। আর সব শেষে গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে (Abū Dāwūd 2005, 2154)।

এ প্রসঙ্গে অপর হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে,

لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا. بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِى فَزِنَاهُ الْقُبَلُ.

প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ আছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো উল্লেখ করেছেন, দুই হাতও যিনা করে, আর তা হল কোনো অপরিচিতা নারীকে স্পর্শ করা। আর দুই পা-ও যিনা করে, তা হল যিনার স্থানে গমন করা। আর মুখও যিনা করে এবং তা হল (কোনো পরনারীকে) চুম্বন করা (Abū Dāwūd 2005, 2155)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিনা প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা রা. নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাবী আরো বলেন, بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : وَالأُذُنُ زِنَاهَا الاِسْتِمَاعُ 'কানের যিনা হল, (যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা শ্রবণ করা (Abū Dāwūd 2005, 2156)। এ হাদীসে কানের যিনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্মরোধ ও গর্হিত পাপ চূড়ান্ত যিনা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩.৫ পর্দার বিধান পরিপালন

জঘন্য গুনাহ্ যিনা থেকে রক্ষা পাওয়া ও মানবজাতির মধ্যে কোনো ব্যভিচারজাত সন্তান যাতে জন্ম না নিতে পারে সে লক্ষ্যে শরয়ী পর্দার বিধান পরিপালনের বিকল্প নেই। পর্দার বিধান নারী-পুরুষ সকলেই পরিপালন করবে। সর্বপ্রথম পুরুষদেরকে উদ্দেশে আল-কুরআনে নির্দেশ এসেছে,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত (Al-Qurān, 24:30)।

পরবর্তী আয়াতে নারীসমাজের উদ্দেশে পর্দা পরিপালনের নির্দেশ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীন যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (Al-Qurān, 24:31)।

এ আয়াতে পর্দার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্দার বিধি-নিষেধ প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদীসে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমনকি দৃষ্টিকে সংযত করার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জারীর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ—صلى الله عليه وسلّم- عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ.

একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হঠাৎ কোনো অপরিচিতা নারীর দৃষ্টিপাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নেবে (Abū Dāwūd 2005, 2150)।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি হাদীসে এসেছে, আবু বুরাইদা রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী রা.-কে বলেন,

يَاعَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাতকে (বেগানা নারীর প্রতি যা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে) তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন অনুসরণ না করে। কেননা প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য বৈধ হলেও দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃত) দৃষ্টিপাত তোমার জন্য বৈধ নয় (Abū Dāwūd 2005, 2151)।

সুতরাং পর্দার বিধান পরিপূর্ণভাবে পরিপালন করলে গর্হিত অপরাধ যিনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং সমাজে পিতৃপরিচয়হীন, বংশ-পরিচয়হীন, হতভাগ্য নিন্দিত, নিগৃহীত কোনো সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে না।

৩.৬ যিনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

পৃথিবীর সকল ধর্মের বিধান অনুযায়ী যিনা (ব্যভিচার) একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামী শরী'আহ্ আইনেও যিনার দণ্ডবিধি ঘোষণা করা হয়েছে। স্বীকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে আদালতের মাধ্যমে যিনার শাস্তি বিধান করা হয়। ইসলামী শরী'আহ্-এর আলোকে যিনার শাস্তির মৌলিক অবস্থা দু'টি। তা হল:

(ক) নারী-পুরুষ উভয়ে অবিবাহিত

(খ) নারী-পুরুষ উভয়ে বিবাহিত।

(ক) নারী ও পুরুষ উভয়ে অবিবাহিত হলে:

নারী ও পুরুষ উভয়ে অবিবাহিত হলে যিনার দণ্ড প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর (Al-Qurān (24) : 2)।

(খ) নারী-পুরুষ উভয়ে বিবাহিত

নারী-পুরুষ উভয়ে বিবাহিত হলে, তাদের দণ্ড রজম। এ প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রা. যিনার দণ্ডবিধি প্রসঙ্গে ঐ আয়াতটি বর্ণনা করেন, যেখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا 'যখন বিবাহিত পুরুষ আথবা নারী ব্যভিচার করে তবে তাদেরকে প্রস্তরাঘাত কর' এবং বলেন, যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে, লোকেরা বলবে, উমর রা. কুরআনে বৃদ্ধি সাধন করেছে, তাহলে আমি অবশ্যই আয়াতটি কুরআনে লিখে দিতাম। আমরা এই আয়াত পাঠ করেছি। অতঃপর এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে (কিন্তু এর হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে) (Bukhārī 1987, 6442)।

সুন্নাহ্ আইনে যিনার দণ্ড

যিনার দণ্ডবিধি প্রসঙ্গে উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

তোমরা আমার কাছ থেকে (দীনের হুকুম) শিখে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য (মহিলাদের) একটি পথ করে দিয়েছেন : যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে যিনা করে তবে তাদের একশ বেত্রাঘাত করতে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত মহিলার সঙ্গে যিনা করে তবে তাদের একশ বেত্রাঘাত এবং রজম করতে হবে (Ibn Mājah ND, 2550)।

উপর্যুক্ত দণ্ডবিধির আলোকে অপরাধীর অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তির পরিমাণ ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত নির্ধারণ করবেন। এ শাস্তি বিধানের লক্ষ্য হল, অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ ও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা। পাশাপাশি ব্যভিচারজাত সন্তানের

জন্মরোধকল্পে এ বিধান অভাবনীয় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল[২] ছাড়াও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যিনার শাস্তি বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৪. ইসলামে ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গ

ইসলাম ব্যভিচারজাত সন্তান জন্মদানের সব পথ-প্রক্রিয়া সমূলে বন্ধ করা সত্ত্বেও যদি কোনো কারণে ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্ম হয়, তখন তার জন্য ইসলামী শরী'আহ্ বিধান প্রদান করেছে। জ্ঞাতব্য যে, মুহাম্মাদ ﷺ একদিকে যেমন ছিলেন আল্লাহর রাসূল, পাশাপাশি তিনি ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান বিচারপতি। নবগঠিত এ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালতে উত্থাপিত মোকদ্দমাসমূহ স্বয়ং বিশ্বনবী ﷺ ফায়সালা করতেন। তিনি সমকালীন যিনা (ব্যভিচার)-সংক্রান্ত কয়েকটি মোকদ্দমায় ব্যভিচারজাত সন্তানের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিধান জারি করেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তৎসংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হল:

হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ১

মোকদ্দমার ধরন : যিনা (ব্যভিচার)
আইন : হদ্দ/ফৌজদারী
আদালতের বিচারক : বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ
আদালত : মদীনা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালত
বাদী/বিচারপ্রার্থী : জনৈক নারী সাহাবী
বিবাদী/আসামী : জনৈক নারী সাহাবী (বাদী নিজেই)
মোকদ্দমার কারণ : নিজ অপরাধের শাস্তি গ্রহণ।
মোকদ্দমার ঘটনা বর্ণনাকারী : আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি মুলাইকা রা.
মোকদ্দমার ঘটনার বিবরণ : আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি মুলাইকা রা. বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ قَالَ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ

একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করল। সে মহিলা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার সন্তান প্রসব করে তারপর এসো। অতঃপর ঐ মহিলাটি প্রসবের পর এল। এবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এখন যাও; সন্তানের দুধ ছাড়া হলে এসো। সন্তানের দুধ

২. বাইবেলে যে কোনো প্রকারের ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। 'যদি কেউ প্রতিবেশীর সঙ্গে অর্থাৎ অন্য কোনো লোকের স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করে তবে যিনাকারী ও যিনাকারিণী দু'জনকেই হত্যা করতে হবে' (Jahangir 2016, 568)।

ছাড়ানোর পর ঐ মহিলাটি আবার এল। এবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, যাও, এ সন্তানকে কারো তত্ত্বাবধানে রেখে এসো। সে তাকে কারো তত্ত্বাবধানে রেখে এল। অতঃপর তাঁর আদেশে তাকে প্রস্তারাঘাত করা হল (Mālik 2004, 3039)।

এ হাদীসের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহ্ গর্ভস্থ ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্য মৌলিক যে আইন প্রণয়ন করেছে তা হল:

১. অন্তঃসত্ত্বা মহিলার দণ্ড কার্যকর করা যাবে না।

২. সন্তান জন্মগ্রহণের পর থেকে দুগ্ধপানকালীন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তার ওপর দণ্ড কার্যকর করা যাবে না।

৩. নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুগ্ধপান করানোর পর শিশুটির জীবনের নিরাপত্তা ও লালন পালন করা এবং বালিগ হওয়া পর্যন্ত আদালত ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দায়িত্বগ্রহণকারীর নিকট হস্তান্তর করা।

হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ২/১

মোকদ্দমার ধরন : যিনা (ব্যভিচার)

আইন : হদ্দ/ফৌজদারী

আদালতের বিচারক : মুহাম্মাদ ﷺ

আদালত : মদীনা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালত

বাদী/বিচারপ্রার্থী : (১) মায়িয ইবনে মালিক রা. (২) গামিদী গোত্রের জনৈক মুসলিম মহিলা

বিবাদী/আসামী : (১) মায়িয ইবনে মালিক রা. (২) গামিদী গোত্রের জনৈক মুসলিম মহিলা (বাদীগণ নিজেরাই) [দু'জনের মোকদ্দমা সম্পূর্ণ আলাদা, একই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]

মোকদ্দমার কারণ : নিজেকে পবিত্র করা।

মোকদ্দমার ঘটনা বর্ণনাকারী : সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রা.

মোকদ্দমার ঘটনার বিবরণ : সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার মায়িয ইবনে মালিক নবী করিম ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন! ফিরে যাও, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তাওবাহ্ কর। সে অনতিদূরে গিয়ে আবার পুনরায় ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। উত্তরে তিনি পূর্বের মতই বললেন। অবশেষে যখন সে চতুর্থবার এল, তখন তিনি তাকে লক্ষ করে বললেন, আমি কীসের থেকে তোমাকে পবিত্র করব? সে বলল, যিনা (ব্যভিচার) থেকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (লোকদেরকে) জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, লোকটির কি মতিভ্রম ঘটেছে? লোকেরা বলল, না, সে পাগল নয়। অতঃপর তিনি বললেন, সে কি মদপান করেছে? এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকতে লাগল। কিন্তু তার মুখে শরাবের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি যিনা করেছ? সে উত্তর দিল হ্যাঁ, আমি যিনা করেছি। অতঃপর তিনি নির্দেশ করলেন এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ

করা হল। এরপর লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে দু ধরনের মন্তব্য হতে লাগল। কেউ বলল, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে, কেননা তার পাপ তাকে বেষ্টন ও অবগুণ্ঠন করে ফেলেছে। আবার কেউ বলল, মায়িযের তাওবার চেয়ে আর উত্তম তাওবা হতে পারে না। কেননা সে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁর হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে ও কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন।

এমন সময় ইয্দ সম্প্রদায়ের গামিদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তার কথা শুনে তিনি বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক! ফিরে যাও। আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা করো। তখন মহিলাটি বলে উঠল, মায়িয ইবনে মালিককে আপনি যেভাবে হটিয়ে দিয়েছেন, আমিও তো দেখেছি আপনি অনুরূপভাবে আমাকেও হটিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এবার তিনি বলেন, আচ্ছা বল তো, তোমার কি হয়েছে? উত্তরে মহিলাটি বলল, তার নিজের গর্ভটি হচ্ছে যিনার দ্বারা গর্ভ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই ব্যভিচারী? সে বলল, হ্যাঁ আমিই। অতঃপর তিনি বললেন, যে পর্যন্ত তোমার পেটের ভেতর যা আছে তা খালাস না হয় সে পর্যন্ত তোমার ওপর পবিত্রতার বিধান প্রয়োগ করা হবে না।'

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারী এক ব্যক্তি বলল, মহিলাটির গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সে মহিলাটিকে নিজের দায়িত্বে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, পরে একদিন ওই লোকটি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, গামিদীয়া গোত্রের নারীটির প্রসব হয়ে গেছে। এবার তিনি বললেন, এখনও আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে পারব না, আর আমরা তার দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট শিশুটিকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব না যে, তাকে দুগ্ধপান করার মত কেউই থাকবে না। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! ঐ শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর উক্ত মহিলাটিকে রজম করা হল (Muslim 2002, 1695)।

এ হাদীসে উল্লেখিত গামিদী গোত্রের জনৈক মহিলার আত্মস্বীকৃত যিনার মোকদ্দমা ও মোকদ্দমার বিচারিক কার্যধারা, রায় প্রদান ও শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্ আইনের নিম্নোক্ত বিধানসমূহ লক্ষণীয়:

১. রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি সম্মান রেখে অপরাধী স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রীয় আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন।

২. বিচারপ্রার্থী সুবিচার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

৩. বিচারিক কার্য পরিচালনা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারক আসামীর সঙ্গে বিচারিক অপরাধের তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য জেরা করবেন।

৪. বিচারক মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রমাণ গ্রহণ করবেন।

৫. অপরাধীকে বিচার চলাকালীন ও রায় কার্যকর করা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখবেন।

৬. ব্যভিচারজাত শিশুকে দুধপান করানোর জন্য সন্তানটির জন্ম থেকে পূর্ণ দুই বছর ব্যভিচারিণীর শাস্তি আদালতের নির্দেশে স্থগিত থাকবে।

৭. শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে ব্যভিচারজাত শিশু সাধারণ খাবার খেতে শিখেছে কিনা তা আদালত পর্যবেক্ষণ করবেন।

৮. ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রদানের পূর্বে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যভিচারজাত শিশুটিকে লালনপালনের জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বে সমর্পণ করবেন।

হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ২/২

মোকদ্দমার ধরন : যিনা (ব্যভিচার)

আইন : হদ্দ/ফৌজদারী

আদালতের বিচারক : মুহাম্মাদ ﷺ

আদালত : মদীনা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালত

বাদী/বিচারপ্রার্থী : এ হাদীসে বর্ণিত প্রথম মোকদ্দমার বাদী মায়িয ইবনে মালিক আল-আসলামী ও দ্বিতীয় মোকদ্দমার বাদী গামিদী গোত্রের জনৈক মুসলিম মহিলা।

বিবাদী/আসামী : প্রথম মোকদ্দমার বাদী মায়িয ইবনে মালিক আল-আসলামী ও দ্বিতীয় মোকদ্দমার বাদী গামিদী গোত্রের জনৈক মুসলিম মহিলা (বাদীগণ নিজেরাই)।

মোকদ্দমার কারণ : নিজেকে পবিত্র করা।

মোকদ্দমার ঘটনা বর্ণনাকারী : আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদাহ রা.

মোকদ্দমার ঘটনার বিবরণ : আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মায়িয ইবনে মালিক আল-আসলামী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্বীয় দেহের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আমি যিনা করেছি। আর আমি এখন চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে পবিত্র করে নিন। কিন্তু তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। যখন আগামীকাল হল, সে আবার এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সত্যিই যিনা করেছি। দ্বিতীয়বারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ব্যক্তির গোত্রে তার সম্পর্কে তথ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে লোক পাঠালেন এবং বললেন, এ ব্যক্তির আকল-বুদ্ধির মধ্যে কোনো দোষ আছে বলে তোমরা জান কি না? অথবা এমন কোনো বস্তু যা তোমরাও অপছন্দ কর? তারা সকলে বলল, আমরা তো তাকে আমাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান সৎলোক হিসেবেই জানি। তার অতীতকালের কার্যকলাপের মধ্যে আমরা তাকে এমনই তো দেখেছি। সে পুনরায় তৃতীয়বার এল। আর তিনিও তার গোত্রের লোকদের কাছে পুনরায় লোক পাঠালেন এবং পূর্বের মত তাদেরকে এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারাও এ সংবাদ দিল যে, তার মধ্যে কোনো দোষ নেই এবং তার জ্ঞানবুদ্ধির মাঝেও কোনো ত্রুটি নেই। অতঃপর যখন সে চতুর্থবার এল তখন তার জন্যে একটি গর্ত খনন করা হল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ করলেন, তাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গামিদী গোত্রীয় এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি, সুতরাং আমাকে পবিত্র করুন। কিন্তু তিনি তাকেও ফিরিয়ে দিলেন।

পরের দিন সে পুনরায় এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিলেন? আমার মনে হচ্ছে সম্ভবত আপনি আমাকে সেভাবেই ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন যেভাবে আপনি মায়িযকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি অন্তঃস্বত্ত্বা। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি মহিলাটিকে বললেন, তুমি এখন চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এরপর সে চলে গেল এবং সন্তান প্রসবের কিছুকাল পর বাচ্চাটিকে একখণ্ড রুটি দিয়ে নিয়ে এল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! এই দেখুন ছেলেটিকে! সে দুধ ছেড়ে দিয়েছে। বস্তুত সে এখন খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়েছে। মোটকথা, সে আদৌ এখন মায়ের মুখাপেক্ষী নয়)। এরপর তিনি বাচ্চাটিকে জনৈক মুসলিম ব্যক্তির কাছে প্রদান করলেন এবং মহিলাটি সম্পর্কে নির্দেশ করলে তার বক্ষ পরিমাণ মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হল এবং লোকদেরকে আদেশ করলে তারা তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করল। আর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন, অমনি রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিটকে এসে খালিদের মুখে পড়তেই তিনি তাকে গালি দিলেন। তিনি যে তাকে গালি দিয়েছেন তা আল্লাহর নবী ﷺ শুনতে পেয়ে বললেন, থামো হে খালিদ! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! প্রকৃতপক্ষে সে এমন তাওবা করেছে, যদি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিও এমন তাওবা করে তাকেও মাফ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি আদেশ করলে, তার জানাযা পড়া হল এবং তাকে দাফন করা হল (Muslim 2002, 1695)।

উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় মোকদ্দমার রায়ের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আহ্ গর্ভস্থ ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্য মৌলিক যে আইন প্রণয়ন করেছে তা হল:

১. যিনার মোকদ্দমা দাখিল হলে, গর্ভস্থ সন্তানের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করা বিচারকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। কারণ, পরিপূর্ণ ভ্রূণহত্যা মানবহত্যার সমকক্ষ অপরাধ।

২. গর্ভস্থ ব্যভিচারজাত সন্তান হত্যা করা জায়িয নেই।

৩. ভিকটিম মহিলাটিকে যদি তার আত্মীয়-স্বজন বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দেয় বা তার কোনো স্থায়ী বসবাসের জায়গা না থাকে তবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. জন্মলাভের পর ব্যভিচারজাত শিশুটির দুগ্ধপান করার সময়সীমার (সর্বোচ্চ দু'বছর) পর্যন্ত তার মায়ের ওপর শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।

৫. শিশুটি খাদ্য খেতে শিখেছে বিচারক স্বচক্ষে দেখবেন।

৬. আদালতের নিকট অঙ্গীকারনামা প্রদান করে যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি শিশুটির দুগ্ধপান করানো ও লালনপালনসহ তাকে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আদালত বা রাষ্ট্র যদি সম্মতি ও নির্দেশ প্রদান করেন অথবা দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে যিনাকারিণী মহিলাটির যিনার রায় কার্যকর করা যাবে।

৭. শাস্তি কার্যকর করার সময় কয়েদি তার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করলে বা হয়ে গেলে শাস্তি কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কয়েদির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না।

৮. যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শাস্তি গ্রহণ করবে ও তাওবা করবে, আখিরাতে তার সে অপরাধে পাকড়াও করা হবে না।

৯. আসামীর ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে তার জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে, যা উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ ৩ : ব্যভিচারজাত সন্তানের দাবি প্রসঙ্গ

মোকদ্দমার ধরন : ব্যভিচারজাত সন্তানের দাবি

আইন : দেওয়ানী

আদালতের বিচারক : মুহাম্মাদ ﷺ

আদালত : মদীনা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালত

বাদী/বিচারপ্রার্থী : জনৈক মুসলিম ব্যক্তি।

বিবাদী/আসামী : ব্যভিচারজাত সন্তানের মাতা বা মাতার পক্ষ।

মোকদ্দমার কারণ : নিজের ঔরসজাত সন্তানকে পাওয়া।

মোকদ্দমার ঘটনা বর্ণনাকারী : আমর ইবনে শুআইব রা. থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা

মোকদ্দমার ঘটনার বিবরণ : আমর ইবনে শুআইব রা. থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ دِعْوَةَ فِي الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ·

এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, অমুক আমার পুত্র, আমি জাহিলী যুগে তার মায়ের সঙ্গে যিনা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইসলামে ব্যভিচারজাত সন্তানের দাবির কোনো ব্যবস্থা নেই। আর জাহিলী যুগের প্রথা বাতিল হয়ে গেছে। বিছানা যার সন্তান তার এবং যিনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর (Abū Dāwūd 2276)।

উপর্যুক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদালতে লোকটির ব্যভিচারজাত সন্তানের দাবি প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিধান লক্ষণীয়:

১. যে কেউ তার যিনার দ্বারা জন্মলাভকারী সন্তানের দাবি করতে পারেন।

২. প্রাক-ইসলামী যুগে অর্থাৎ জাহিলী যুগে এ ধরনের দাবি করা হত।

৩. জাহিলী যুগের প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে।

৪. বিছানা যার সন্তান তার।

৫. প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যিনাকারীর জন্য পাথর বা মৃত্যুদণ্ড।

যিনায় গর্ভধারণ না হওয়ায় তাৎক্ষণিক শাস্তি

যিনার শাস্তি তাৎক্ষণিক না হবার দর্শন

যিনার মাধ্যমে যদি গর্ভধারণ হয়, তবে ইসলামী শরী'আহ্‌র মহামান্য আদালত নির্দেশ দেয়, গর্ভে থাকা সন্তান, ব্যভিচারজাত সন্তান হলেও তার ভ্রূণ ও জীবন নষ্ট

করা জায়িয নেই। তারও নিরাপদে স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীতে জন্ম লাভ করার অধিকার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান। এ ধরনের মোকদ্দমা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের আদালতে দাখিল হয়েছে, বিচার হয়েছে, রায় হয়েছে এবং তা কার্যকরও হয়েছে। সেক্ষেত্রে যিনার কারণে গর্ভধারণ হলে বিচারে শাস্তি কার্যকর করা সন্তান জন্মলাভ না করা পর্যন্ত বিলম্বকরণ করা হবে। আর যদি গর্ভধারণ না হয়ে থাকে তবে তাৎক্ষণিক রায় কার্যকর করাতে কোনো বাধা নেই। স্মার্তব্য যে, পুরুষের ক্ষেত্রে যিনার রায় তাৎক্ষণিক কার্যকর করা হবে। কারণ পুরুষের জন্য তাৎক্ষণিক রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা নেই।

গর্ভধারণ না হলে যিনার শাস্তি তাৎক্ষণিক কার্যকর করার বিধান

যিনার দ্বারা গর্ভধারণ হলে গর্ভের সে ভ্রূণ নষ্ট করা যায়িজ নেই। সহবাস সংঘটিত হবার পর ৬ দিন সময় লাগে গর্ভসঞ্চার হতে। এ সময়ের মধ্যে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত আদালতে সংঘটিত যিনার মোকদ্দমা প্রদান করা হয় এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় যিনা প্রমাণিত হয় এবং যিনাকারী মহিলা যদি বিবাহিতা হয়, তবে যিনার সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে রজম বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে। মদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালতে দায়েরকৃত যিনার মোকদ্দমার রায় প্রদান করেছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান বিচারপতি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ। নিম্নে মোকদ্দমার বিবরণ বর্ণিত হল:

হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ১

মোকদ্দমার ধরন : যিনা

আইন : হদ্দ/ফৌজদারী

আদালতের বিচারক : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

আদালত : মদীনা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালত

বাদী/বিচারপ্রার্থী : জনৈক মুসলিম সাহাবী মহিলা

বিবাদী/আসামী : জনৈক মহিলা মুসলিম সাহাবী (বাদী নিজেই)

মোকদ্দমার কারণ : পরকালের পরিবর্তে ইহকালে যিনার শাস্তি ভোগ করার সিদ্ধান্ত।

মোকদ্দমার ঘটনা বর্ণনাকারী ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে যিনার স্বীকারোক্তি করল। তিনি তার দেহের ওপর তার কাপড় ভাল করে বেঁধে তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করলেন।' (Ibn Mājah ND, 2555)।

এ হাদীসটির আলোকে ইসলামী শরী'আহ্ আইনের যেসব মৌলিক বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল:

১. কেউ আত্মস্বীকৃত যিনাকারী হলে, বিচারের নিয়মানুযায়ী প্রমাণিত হলে এবং গর্ভধারণ না হলে; তার দণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।
২. নারীকে শাস্তি কার্যকর করার সময় পর্দার বিধান ঠিক রেখে তার শরীরে ভাল করে কাপড় বেধে শাস্তি কার্যকর করতে হবে।
৩. যিনাকারী বা যিনাকারিণীর ওপর শাস্তি কার্যকর করার পর তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে।

হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ২

ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলাকে রজম করা

মোকদ্দমার ধরন : যিনা

আইন : হদ্দ/ফৌজদারী

আদালতের বিচারক : বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ

আদালত : মদীনা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আদালত

বাদী/বিচারপ্রার্থী : জনৈক মুসলিম মহিলা (বাদী নিজেই)

বিবাদী/আসামী : জনৈক মুসলিম মহিলা (বাদী নিজেই)

মোকদ্দমার কারণ : পরকালের পরিবর্তে ইহকালে যিনার শাস্তি ভোগ করার সিদ্ধান্ত।

মোকদ্দমার ঘটনা বর্ণনাকারী : আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা.

মোকদ্দমার ঘটনার বিবরণ : আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত,

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.

...নবী করিম ﷺ ইয়াহুদী দুজনকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যারা তাদেরকে রজম করেছিল, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আমি পুরুষটিকে দেখলাম যে সে নিজের দেহের দ্বারা মহিলাটিকে পাথর থেকে আড়াল করেছে (Muslim 2002, 4533)।

এ হাদীসে ইসলামী শরী'আহ্ আইনের কয়েকটি মৌলিক বিষয় লক্ষণীয়:

১. ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অন্য ধর্মাবলম্বীরা যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তবে তাদের বিচারিক শাস্তি প্রদান করা হবে।
২. অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষিত জনবল থাকবে।
৩. যিনার দ্বারা যদি নারী গর্ভধারণ না করে থাকে, তবে অপরাধী নারী ও পুরুষের ওপর একই সময়ে একই স্থানে দণ্ড কার্যকর করা যাবে।

উপর্যুক্ত দুটি হাদীদের দ্বারা প্রমাণিত যে যিনা সংঘটিত হবার পর গর্ভসঞ্চার হওয়ার আগেই হদ্দ কার্যকর করা হয়েছে। কারণ গর্ভধারণের পর গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করা জায়িয নেই।

ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ

উপর্যুক্ত হাদীসে উল্লেখিত চারটি ঘটনা ও মোকদ্দমার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত যিনার দ্বারা সন্তান জন্ম নিলে, সংশ্লিষ্ট সন্তানের জন্য ইসলাম নিম্নোক্ত বিধান জারি করেছে:

৪.১ গর্ভস্থ ব্যভিচারজাত সন্তানের ভ্রূণ সুরক্ষা ও জন্মলাভ করার অধিকার

ইসলাম যে-কোনো মানবসন্তানের ন্যায় ব্যভিচারজাত সন্তানেরও জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। কারণ কোনো মানবসন্তান জন্মলাভ করার ক্ষেত্রে ঐ সন্তানের নিজের কোনো ভূমিকা নেই। প্রাকৃতিক নিয়মেই একজন পুরুষ ও একজন নারীর যৌন মিলনের ফলে মানবসন্তান জন্ম লাভ করে। তাই সেটা বৈধ যৌন মিলন হোক বা হোক অবৈধ। এজন্য ইসলাম মাতৃ গর্ভস্থ ভ্রূণ সংরক্ষণ ও গর্ভজাত সন্তানের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অধিকার ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান প্রদান করেছে। এজন্য হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ১, ২, ৩-এ বিবৃত গর্ভস্থ সন্তান জন্ম লাভ না করা পর্যন্ত ব্যভিচারিণীর মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর স্থগিত করা হয়। উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণিত গামিদীয়া মহিলাটির মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর স্থগিত করা প্রসঙ্গে এসেছে,

والشاهد في هذا الحديث العظيم أن الغامدية قد استحقت إقامة الحد عليها بالرجم لإقرارها بالزنى وهي محصنة، ولكن لمَّاعلم رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهاحبلى أجَّل إقامة الحد إلى ما بعد الولادة حفظاً للجنين الذي لا ذنب له.

গামিদীয়া নারীটি যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করে নিজের ওপর রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড)-কে নির্ধারণ করে নিয়েছিল এবং সে ছিল বিবাহিতা। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবগত হলেন যে, সে গর্ভবতী তখন তিনি গর্ভস্থ ভ্রূণ সংরক্ষণের জন্য সন্তানের প্রসবের পর হদ্দ কার্যকর করার সময় নির্ধারণ করে দিলেন। কারণ, তার গর্ভস্থ শিশুর কোনো অপরাধ নেই (Al-Shuhūd ND, 2/104)।

আর এ কারণেই মাতৃগর্ভস্থ মানবসন্তানের ভ্রূণ সংরক্ষণে ইসলামী শরী'আহ্ গুররাহ্ আইন প্রণয়ন করেছে।

গুররাহ্ (ভ্রূণ হত্যা) আইন

৪.১.১ গর্ভসংরক্ষণে ইসলামী শরী'আহ্ আইন

বৈধ ও ব্যভিচার - গর্ভধারণ যেভাবেই হোক না কেন, তা সংরক্ষণ করার প্রতি ইসলামী শরী'আহ্ নির্দেশ প্রদান করেছে। এ জন্য গর্ভের ভ্রূণ রক্ষাকল্পে ইসলামী শরী'আহ্ গুররাহ্ আইনের বিধান ঘোষণা করেছে। প্রাসঙ্গিক হবার কারণে নিম্নে গুররাহ্ আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

৪.১.১.১ গুররাহ্-এর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ

গুররাহ্ আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ : ভ্রূণ হত্যার বদলায় আরোপিত সম্পদ হল গুররাহ্ (Al-Jurjānī 1405, 1/208)। অভিধানে এটি উজ্জ্বল ললাট বিশিষ্ট হওয়া, শুভ্র হওয়া ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজিতে এটি Killer of an embryo (BABED 1994, 626) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.১.১.২ গুররাহ্-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলামী শরী'আহ্র পরিভাষায়– 'ভ্রূণ হত্যার বদলায় অপরাধীর ওপর আরোপিত দেয় সম্পদকে গুররাহ্ বলা হয় (Al-Jurjānī, 1405H, 1/208)।

গুররাহ্ (ভ্রূণ হত্যা) আইন-এর প্রকারভেদ

ভ্রূণ হত্যার বিধান অবস্থার আলোকে দু'প্রকার। তা হল : (১) পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ হত্যা করার বিধান (২) অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ হত্যা করার বিধান। নিম্নে তা আলোচনা করা হল :

৪.১.১.৩ (১) পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ হত্যা করার বিধান

ভ্রূণ হত্যার বদলায় অপরাধীর ওপর আরোপিত দেয় সম্পদের পরিমাণ হল পূর্ণ দিয়াতের বিশভাগের একভাগ (Al-Jurjānī 1405H, 1/208)। যে ব্যক্তি কোনোভাবে কোনো নারীর এমন গর্ভ নষ্ট করল, যার কিছু বা পূর্ণ অঙ্গ বা অবয়ব গঠিত হয়েছে এবং যদি তা ওই নারীর জীবন রক্ষার্থে বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করার জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে গর্ভস্থ শিশু - ছেলে হোক বা মেয়ে - মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক পৃথকভাবে অপরাধীর ওপর দিয়াতের বিশভাগের একভাগ (অর্থাৎ, পাঁচটি উট বা পঞ্চাশ দিনার) প্রদান বাধ্যতামূলক হবে (Al-Kāsānī 1986, 7/325; Al-Jailayī 2000, 139-140; Ibn Qudāmah 1968, 8/316; Mālik ND, 1/446)। এ প্রসঙ্গে নিম্নে দলীল পেশ করা হল:

ক. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলার একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে গর্ভপাত ঘটিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ মহিলার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা দিলেন (Al-Bukhārī 1987, 6904)।

গর্ভস্থ শিশু জীবিত ভূমিষ্ঠ হবার পর মারা গেলে সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক পৃথকভাবে অপরাধীর ওপর পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। তবে গর্ভপাত ঘটানোর কারণে যদি সংশ্লিষ্ট নারীর প্রতি কোনো আঘাত ঘটানো হয় বা সে মারা যায়, তাহলে অপরাধী উপর্যুক্ত আঘাত বা মৃত্যুর জন্যও নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে Al-Kāsānī 1986, 7/326; Ibn Qudāmah 1968, 8/323; Mālik ND, 1/446)। স্বামী, এমনকি নারী যদি নিজেও নিজের গর্ভপাত ঘটায়, তাহলে তার ওপরও উপর্যুক্ত নিয়মে দিয়াত প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে (Ali 2015, 263)।

খ. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী লিহ্য়ানের জনৈকা মহিলার ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেন। তারপর দণ্ডপ্রাপ্ত মহিলার মৃত্যু হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রায় দিলেন যে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি পাবে তার ছেলে সন্তানেরা ও স্বামী এবং দিয়াত আদায় করবে তার আসাবা (Al-Bukhārī 1987, 6909; Muslim 2002, 1681)।

৪.১.১.৪ অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ হত্যা করার বিধান

কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর এমন গর্ভ নষ্ট করল, যার অঙ্গসমূহ গঠিত হয়নি, তাহলে অপরাধীর ওপর কোনোরূপ দিয়াত প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে না Al-Kāsānī 1986, 7/325; Al-Jailayī 2000, 139-140; Ibn Qudāmah 1968, 8/316; Mālik ND, 1/446; Al-Fatāwā Al-Hindyia 1991, 6/34-35)। এ প্রসঙ্গে দলীল হল:

ক. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা ঝগড়াকালে একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং তাকে ও তার গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করে ফেলে। এরপর তারা নবী করিম ﷺ-এর কাছে বিচার নিয়ে আসে। তিনি ফায়সালা দেন যে, ভ্রূণের দিয়াত হল একটি পূর্ণ গোলাম অথবা বাঁদী; আর এ ফায়সালাও দিলেন যে, নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারীর আসাবার ওপর বর্তাবে (Al-Bukhārī 1987, 6910; Muslim 2002, 1681)।

সুতরাং উপর্যুক্ত দলীল ও আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, গর্ভসঞ্চার হলে গর্ভপাত করা বা ভ্রূণ নষ্ট করা ইসলামী শরী'আহ্তে জায়িয নেই। বরং ভ্রূণ নষ্ট করা মানবহত্যার নামান্তর। কাজেই অবৈধ যৌনাচারের ফলে সঞ্চিত গর্ভ নষ্ট করাও জায়িয নেই।

৪.১.১.৫ গর্ভস্থ সন্তান হত্যা ও আঘাতের দণ্ডবিধি

কেউ যদি কোনো নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে তার গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় পড়ে যায়, তাহলে ঐ সন্তানের বিপরীতে পূর্ণ দিয়াতের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর যদি সন্তান জীবিত বের হয়ে পরে মারা যায়, তাহলে তাতে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি আঘাতের কারণে মায়ের মৃত্যু হয়, তারপর গর্ভস্থ সন্তান জীবিত বের হয়ে মারা যায়, তাহলে আঘাতকারীর ওপর মায়ের দিয়াত এবং গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত ওয়াজিব হবে। ভ্রূণের বিপরীতে যে দিয়াত ওয়াজিব হবে, তা তার পক্ষ হতে মীরাস রূপে বণ্টিত হবে। দাসীর গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষেত্রে (মনিবের ঔরসে নয়), যদি তা ছেলে হয়, তাহলে তার জীবিত অবস্থার মূল্যের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর যদি মেয়ে হয়, তাহলে তার মূল্যের দশমাংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি দাসীকে আঘাত করা হয়, তারপর মনিব তার গর্ভস্থ সন্তানকে আযাদ করে দেয়, তারপর সে জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে তার জীবিত

অবস্থার পূর্ণমূল্য ওয়াজিব হবে। আর মুক্তিদানের পর মারা গেলেও দিয়াত ওয়াজিব হবে না। ইমাম কুদুরী বলেন, ভ্রূণের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে না। আর এ সকল বিধানের ক্ষেত্রে আংশিক আকৃতিপ্রাপ্ত ভ্রূণ পূর্ণ ভ্রূণের পর্যায়ভুক্ত হবে (Al-Marghīnānī ND, 4/416-420) ।

৪.১.১.৬ প্রচলিত আইনে গর্ভপাতের শাস্তি

প্রচলিত আইনে গর্ভপাতের শাস্তির বিবরণ রয়েছে। দণ্ডবিধির ধারা-৩১২, ধারা-৩১৩ ও ধারা-৩১৪-এ গর্ভপাতের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

ধারা-৩১২। গর্ভপাত ঘটানো : যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটান এবং যদি সেই গর্ভপাত সরল বিশ্বাসে নারীর জীবন বাঁচানোর জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং যদি স্ত্রীলোকটি আসন্ন প্রসবা হন তাহলে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব সাত বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

ব্যাখ্যা : যে স্ত্রীলোক নিজেই অকাল গর্ভপাত ঘটান সেই স্ত্রীলোকও এই ধারার আওতাভুক্ত হবেন (Saleque 2014, 65)।

ধারা-৩১৩। স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতীত গর্ভপাত ঘটানো : যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ববতী ধারায় বর্ণিত অপরাধটি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের সম্মতি ছাড়া সংঘটন করেন, স্ত্রীলোকটি আসন্ন প্রসবা হোক আর না হোক তাহলে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব দশ বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন (Ibid. 65-66)।

ধারা-৩১৪। গর্ভপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে কৃত কাজের ফলে মৃত্যু : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে কৃত কোনো কাজের ফলে সে স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটান তাহলে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দশ বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

যদি কার্যটি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে করা হয়

যদি কার্যটি সেই স্ত্রীলোকটির সম্মতি ব্যতিরেকে করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উপরে বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন ।

ব্যাখ্যা : এই অপরাধের জন্য কার্যটি মৃত্যু ঘটাতে পারে এই জ্ঞান অপরাধীর অবহিত থাকার প্রয়োজন নেই (I bid.)।

৪.১.১.৭ পর্যালোচনা

১. প্রচলিত আইনে সাধারণভাবে গর্ভপাতের শাস্তির ভাষ্য থাকলেও অপগর্ভপাতের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি। আর এ কারণে ব্যভিচারী ও ধর্ষণকারীরা অবলীলাক্রমে পার পেয়ে যাচ্ছে এবং ব্যভিচার ও ধর্ষণের শিকার নির্যাতিতা নারীকে গর্ভপাত করিয়ে তার জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে

ফেলছে। এমনকি নারীকে ভোগ্য হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ জন্য ধর্ষণের শিকার নারীর গর্ভপাতের ক্ষেত্রে পৃথক রাষ্ট্রীয় আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. প্রচলিত আইনে গর্ভপাতের যে শাস্তির ভাষ্য রয়েছে, অপরাধ হিসেবে শাস্তির পরিমাণ অপ্রতুল।

৪.২ দুগ্ধদান প্রসঙ্গ

স্বীকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদালতে উত্থাপিত ব্যভিচারের মোকদ্দমার বিচারে যিনা প্রমাণিত হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তান জন্মলাভের পরেও ঐ সন্তানের দুগ্ধপান করানোর জন্য ২ বছর শিশুর মায়ের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত থাকবে। যা হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ১, ২, ৩-এ বিবৃত হয়েছে। কারণ, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত নারীর শিশুর দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা আদালতের দায়িত্ব, যা হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ২/১-এ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যদি শিশুটির যথার্থ দুগ্ধপান করানোর জন্য প্রকৃত দায়িত্ববান ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পাদন সাপেক্ষে আদালত মাতৃদুগ্ধপান করানোর জন্য ২ বছরের পূর্বেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবেন, যা হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ২/১-এ বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত দুগ্ধপান করানোর সময়সীমা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার ওপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোনো বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের ওপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোনো পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্যকারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা (Al-Qurān, 2:233)।

এ আয়াতে মাতৃদুগ্ধ পান করানো প্রসঙ্গে ইসলামী শরী'আহ্ আইনের মৌলিক বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে শিশুর মৌলিক অধিকার মাতৃদুগ্ধপানের সময়সীমা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। দুগ্ধপানের সময়সীমা প্রসঙ্গে

ইমাম আবু জাফর বলেন, আয়াতে উল্লেখিত وأما قوله:"حولين"، فإنه يعني به سنتين ‘এখানে "حولين" বা দু‘বছর অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ দ্বারা পূর্ণ দু‘বছর বোঝানো হয়েছে (Ibn Jarīr 2000, 5/31)। এ প্রসঙ্গে ইবনে জারির আত-তাবারী বলেন, আমার নিকট মুহাম্মদ ইবনে আমর পর্যায়ক্রমে আসিম, ঈসা, ইবনে আবি নাজিহ্ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর বাণী والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سنتين অর্থাৎ سنتين দুই বছর (দুগ্ধ পান করাবে) (Ibn Jarīr 2000, 5/31)। দুগ্ধপানের সময়সীমা প্রসঙ্গে তাফসীর মা‘আলিমুত-তানযীলে এসেছে, سنتين ‘দুই বছর’ (Al-Baghawī 1997, 1/277)। সুতরাং সাধারণ শিশুদের ন্যায় ব্যভিচারজাত সন্তানও পূর্ণ দুই বছর মাতৃদুগ্ধ পান করবে এবং এ সময় পর্যন্ত তার মাতার দণ্ড কার্যকর করা যাবে না। আর যদি যথার্থভাবে দুগ্ধপান করানোর কোনো দুধ-মা পাওয়া যায়, তবে আদালতের নির্দেশক্রমে ও সার্বিক বিবেচনায় তাৎক্ষণিক বা দু‘বছরের পূর্বে যে-কোনো সময় দণ্ড কার্যকর করা যাবে।

৪.৩ লালনপালন

ব্যভিচারজাত সন্তানের লালনপালনের যাবতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তবে সন্তানটির মাতা, মাতৃকূলের আত্মীয়-স্বজন বা ভিন্ন কেউ লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলে আদালত সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে যেখানে শিশুটি ভালোভাবে লালিতপালিত হবে সেখানেই সমর্পণ করবেন, যা হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ২/১-এ বর্ণিত হয়েছে।

৪.৪ অভিভাবকত্ব

ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্য অভিভাবকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আদালত কর্তৃক নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শিশুটির অভিভাবক নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত তার মাতার ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না। এ অভিভাবকত্ব যে-কোনো একজন মুসলিমকে নেয়ার নির্দেশনা রয়েছে, যা হাদীসের ঘটনা-বিশ্লেষণ : ২/২-এ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, গামিদী গোত্রের নারীটি যখন প্রসব করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদালত কর্তৃক নিযুক্ত মহিলাটির তত্ত্বাবধায়ক জানালেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! গামিদী গোত্রের সেই নারীটি প্রসব করেছেন, তখন শিশুটির দুগ্ধপান করানো ও ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

> إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ. قَالَ فَرَجَمَهَا.
>
> এখনও আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে পারব না, আর আমরা তার দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট শিশুটিকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব না যে, তাকে দুগ্ধপান করার মত কেউই থাকবে না। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! ঐ শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ওই মহিলাটিকে রজম করা হল (Muslim 2002, 1695)।

এখানে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান বিচারপতি হিসেবে অন্য সাধারণ শিশুর ন্যায় ব্যভিচারজাত শিশুটির জন্যও তার জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

৪.৫ ব্যভিচারজাত সন্তানের বিবাহ

ব্যভিচারজাত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে, তার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক তাকে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেবেন। ব্যভিচারজাত সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক তাকে যে কেউ বিবাহ করতে পারবেন, এ ব্যাপারে শরী‘আহ্ আইনে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

৪.৬ সাক্ষ্যদান

ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য যিনাসহ যে-কোনো মোকদ্দমার সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না, এ প্রসঙ্গে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে অধিকাংশ মুজতাহিদ আলিম ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য যিনাসহ যে-কোনো মোকদ্দমার সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল:

৪.৬.১ সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য

অধিকাংশ আলিমের অভিমত ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারণ হিসেবে সবাই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে ব্যভিচারজাত সন্তান তার জন্মের ব্যাপারে দায়ী নয়। এমনকি ব্যক্তির জন্মের ক্ষেত্রে তার নিজের কোনো ভূমিকা নেই। কাজেই ব্যভিচারজাত সন্তান যদি সুস্থ, বুদ্ধিমান, মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও ন্যায়পরায়ণ হয়, তবে সে কেন সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে না? ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য - এ বিষয়ে যারা ঐকমত্য পোষণ করেন, তাদের অভিমত, যুক্তি ও দলীল নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক. ইমাম বাইহাকীর সুনান আল-কুবরায় باب شهادة ولد الزنا পরিচ্ছেদে আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, المؤمنون شهداء الله في الأرض ‘সকল মু‘মিনই পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী (Al-Bayhaqī 1994, 10/249)। (রাবী বলেন) ‘আর আমাদের নিকট ‘আতা ও শা‘বী দু‘জনেই বর্ণনা করেছেন এবং তারা উভয়ে বলেছেন, تجوز شهادة ولد الزنا ‘ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য বৈধ’ (Ibid.)।

খ. ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য প্রসঙ্গে আল-কাসানী বলেন,

> وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا كَانَ عَدْلًا لِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ زِنَا الْوَالِدَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]
>
> আর ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। সাধারণ সাক্ষ্যের ব্যাপারে সে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গণ্য। কেননা পিতামাতার ব্যভিচার তার গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করবে না। তার দলিল আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী- وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ‘কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না (Al-Qurān, 6:164; Al-Kāsānī 1986, 14/293)।

গ. ফাতাওয়াহ হিন্দিয়াতে ‘আল-মুহীত’-এর সূত্রে বলা হয়েছে, تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ ‘ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, যিনার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে’ (Al-Fatāwā Al-Hindyia 1991, 3/469)। ফাত্হুল কাদীরেও এমন বর্ণনা এসেছে’ (Ibid.)। অর্থাৎ সব ধরনের মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

৪.৬.২ সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য নয়

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণের মতে, ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু কিছু আলিম দ্বি-মত পোষণ করেছেন। যেমন রাফিযী আলিম আবি বুসাইর বলেন,

سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ فقال لا.

আমি আবু জাফর রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য কি বৈধ? তিনি বললেন, না (Al-Kulaynī ND, 1/330)।

তবে মুজতাহিদ আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে ব্যভিচারজাত সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

৪.৭ ইমামতির বিধান

এখানে দু'টি বিষয়, প্রথমত ব্যভিচারজাত সন্তানের অবস্থান, দ্বিতীয়ত ইমামতি করার বিধান। প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যভিচারজাত সন্তান তার জন্মের ব্যাপারে কোনোভাবে দায়ী নয় এবং এতে তার কোনো হাতও নেই। এজন্য তার জন্মের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এখানে স্বতঃসিদ্ধ দোষী তার ব্যভিচারী পিতা ও ব্যভিচারিণী মাতা। তাদের ভুলের শাস্তি নির্দোষ সন্তানের ওপর বর্তাবে না। কারণ, একজনের অপরাধের দণ্ড অন্যজনের ওপর চাপিয়ে দেয়া আইনসঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

আর প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তা শুধু তারই ওপর বর্তায় আর কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না (Al-Qurān, 6:164)।

কাজেই অন্য সাধারণ শিশুদের মতো ব্যভিচারজাত সন্তানও নির্দোষ। এখন কোনো ব্যভিচারজাত সন্তান যদি দ্বীনী শিক্ষা লাভ করে এবং উপস্থিত মুসল্লিগণের মধ্যে ইমামতি করার যোগ্য হন, তবে তাকে ইমাম নির্ধারণ করা বৈধ হবে। তবে বিষয়টি যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিতর্কিত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং দ্বীনী ও সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে বিকল্প চিন্তা করা উত্তম হবে।

৪.৮ ভরণপোষণ

৪.৮.১ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ব্যভিচারজাত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। ইসলামের প্রথম যুগে মদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বয়ং বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ গামিদী গোত্রের জনৈক নারীকে যিনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার পর তার গর্ভের ব্যভিচারজাত সন্তানের লালনপালন ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হোক ব্যভিচারজাত সন্তান, কিন্তু একটি বনি আদমকে রক্ষা করে তিনি মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৪.৮.২ প্রচলিত আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের ভরণপোষণ

প্রচলিত আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের ভরণপোষণ সম্পর্কে প্রকৃত বাবার ওপর কোনো দায়িত্ব আরোপিত হয়নি (Saleque 2014, 3)। সুতরাং প্রচলিত আইনেও ব্যভিচারজাত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যাপারে তার প্রকৃত পিতার ওপর কোনো দায়ভার অর্পণ করা হয়নি।

৪.৯ জারজ সন্তানের সামাজিক অবস্থান

ব্যভিচারজাত সন্তান সামাজিকভাবে নিগৃহীত ও অবহেলিত হয়। ব্যভিচারজাত সন্তান প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, হারিসা ইবনে ওয়াহাব খুযাঈ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ.

জান্নাতি লোকদের পরিচয় আমি কি তোমাদের অবহিত করব? তারা হল সব দুর্বল নম্র স্বভাবের লোক। যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। তিনি পুনরায় বললেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় অবহিত করব? তারা হল দাম্ভিক, জারজ এবং অহংকারী (Muslim 2002, 7368)।

সুতরাং সভ্য সমাজে যাতে কোনো ব্যভিচারজাত সন্তানের জন্ম না হয় এজন্য ইসলামী শরী'আহ্ যিনাকে নিষিদ্ধ করেছে, যিনা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে, পর্দার বিধান প্রদান করেছে। এতদসঙ্গে প্রত্যেকটি ব্যভিচারজাত সন্তানের– তার মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে, তার জন্ম, বেড়ে ওঠা, তার ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন ও তার ধর্মজীবনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিভিন্নমুখী বাধা, অপ্রাপ্তি ও অপদস্থতা তা তার জীবনকে বর্ণনাতীতভাবে বিষিয়ে তোলে। এহেন পরিস্থিতি কোনো হতভাগ্য বনি আদমের না হয়, সেজন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সকলকে সচেতন হতে হবে।

৫. ব্যভিচারজাত সন্তানের অধিকার

ব্যভিচারজাত সন্তান মানুষ হিসেবে সমাজে অন্য সবার ন্যায় মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করবে। নিম্নে বিভিন্ন ধর্মের বিধান মতে ব্যভিচারজাত সন্তানের উত্তরাধিকার ও অন্যান্য অধিকার আলোচনা করা হল:

৫.১ উত্তরাধিকার

৫.১.১ ইসলামী আইনে জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার

ইসলামী শরী'আহ্ আইনে ব্যভিচারজাত সন্তান তার অবৈধ জন্মদাতা পিতার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। সে তার মাতা বা মাতৃকুলের উত্তরাধিকারী হতে পারবে এবং তারাও তার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারবে। ব্যভিচারজাত সন্তানের উত্তরাধিকার আইন তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল:

এক. ব্যভিচারজাত সন্তান তার অবৈধ জন্মদাতা পিতার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

দুই. ব্যভিচারজাত সন্তান তার মাতার সম্পদে উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

তিন. ব্যভিচারজাত সন্তানের সম্পত্তিতে তার মাতা ও মাতৃকুলের ওয়ারিসগণ উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

৫.১.১.১ ব্যভিচারজাত সন্তানের তার অবৈধ জন্মদাতা পিতার উত্তরাধিকারী হওয়া

ইসলামী শরী'আহ্ আইনে ব্যভিচারজাত সন্তান তার অবৈধ জন্মদাতা পিতার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট সুন্নাহ্ দলীল বিদ্যমান।

ক. আমর ইবনে শুআইব রা. থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.

কোনো লোক যদি কোনো দাসী অথবা স্বাধীন নারীর সঙ্গে যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাহলে তার (জন্মগ্রহণকারী) সন্তান ব্যভিচারজাত সন্তান বলে গণ্য হবে। সে কারো উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও কেউ উত্তরাধিকারী হবে না' (Ibn Mājah ND, 2745; Al-San'anī 1403H, 13851, 13852; Ibn Abī Shaybah 1409H, 31417)। ইবনে মাজাহ্ বলেন, তিরমিযি এ হাদীসের মূলে أيما رجل عاهر উল্লেখ করেছেন (Ibid.)।

খ. ইবনে লাহিআ আমর ইবনে শুআইব রা. থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.

কোনো লোক যদি কোনো দাসী অথবা স্বাধীন নারীর সঙ্গে যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাহলে তার (জন্মগ্রহণকারী) সন্তান ব্যভিচারজাত সন্তান বলে গণ্য হবে। সে কারো উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও কেউ উত্তরাধিকারী হবে না' (Al-Tirmidī ND, 2113)। এখানে من عاهر أمة অর্থ أي زنى بها তার সঙ্গে যিনা করা, অর্থাৎ দাসীর সঙ্গে যিনা করা (Ibid.)। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫.১.১.২ ব্যভিচারজাত সন্তান তার মাতার সম্পদে উত্তরাধিকারী হতে পারবে

ব্যভিচারজাত সন্তান তার মাতার সম্পদে উত্তরাধিকারী হতে পারবে। বিষয়ে ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে আমর ইবনে শুআইব রহ. থেকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ব্যভিচারজাত সন্তান তার জন্মদাতা পিতার উত্তরাধিকারী হবে না। কাজেই তার গর্ভধারিণী মাতার উত্তরাধিকারী হতে বাধা নেই। এ প্রসঙ্গে সুন্নাহ্ দলীল হল:

ক. আমর ইবনে শুআইব রহ. হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

কোনো লোক যদি কোনো স্বাধীন নারী অথবা দাসীর সঙ্গে যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাহলে (জন্মগ্রহণকারী) সন্তান ব্যভিচারজাত সন্তান বলে গণ্য হবে। সে কারো উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও কেউ উত্তরাধিকারী হবে না' (Al-Tirmidī ND, 2113)। এ ব্যভিচারজাত সন্তানের মিরাস সম্পর্কিত হাদীসটি প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেন,

وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

এ হাদীসটি আমর ইবনে শুআইব রহ. সূত্রে ইবনে লাহিআ ছাড়াও অন্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমগণের অনুসৃত রীতি হলো, ব্যভিচারজাত সন্তান তার জন্মদাতা পিতার উত্তরাধিকারী হবে না' (Ibid.)। সুতরাং ইমাম তিরমিযীর ভাষ্যমতে, ব্যভিচারজাত সন্তান তার মাতার উত্তরাধিকারী হতে কোনো বাধা নেই।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের আলোকে 'ফাতাওয়া আশ-শাবাকাতুল ইসলামিয়্যায়' এ মর্মে ফাতাওয়া প্রদান করেন যে, فولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرثه أبوه 'ব্যভিচারজাত সন্তান তার ব্যভিচারী পিতার উত্তরাধিকারী হবে না। আর তার উত্তরাধিকারী হবে না তার পিতাও (Islamweb.net 2005)।

সুতরাং ব্যভিচারজাত সন্তান তার গর্ভধারিণী মাতার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার মাতৃকুলের নিকটাত্মীয়দের থেকেও উত্তরাধিকারী হবে।

৫.১.১.৩ ব্যভিচারজাত সন্তানের সম্পত্তিতে তার মাতা ও মাতৃকুলের ওয়ারিসগণের উত্তরাধিকার

ব্যভিচারজাত সন্তানের সম্পত্তিতে তার মাতা ও মাতৃকুলের ওয়ারিসগণ উত্তরাধিকারী হতে পারবে। ইমাম যাইলাঈ রহ. বলেন,

(وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) لِأَنَّ نَسَبَهُ من جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ , وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ من الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ, وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ من أُمِّهِ فَرْضًا لَا غَيْرُ ,

(আর ব্যভিচারজাত সন্তান এবং অপবাদকৃত সন্তান শুধুমাত্র মায়ের অংশে উত্তরাধিকারী হবে।) কেননা তার নসব পিতার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই সে তার উত্তরাধিকারী হবে না। আর মায়ের দিক থেকে তার বংশ প্রমাণিত, কাজেই সে তার মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মায়ের দিক থেকে তার ভাইদের উত্তরাধিকারী হবে শুধুমাত্র ফারাইয অনুযায়ী। এমনিভাবে তার উত্তরাধিকারী হবে তার মা এবং মায়ের দিক থেকে তার ভাইয়েরাও শুধুমাত্র ফারাইজ অনুযায়ী (Al-Jailayī 2000, 6/241)।

এ প্রসঙ্গে হাশিম মুগীরা হতে, তিনি সামাক হতে তিনি ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

لا يرث ولد الزنا،إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد أو يملك أمه بنكاح أو شراء

ব্যভিচারজাত সন্তান উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যার পিতার ওপর হদ্দ কার্যকর হয়নি অথবা তার মাতাকে নিকাহের মাধ্যমে বা ক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানাধীন করে নেয়া হয়েছে সে উত্তরাধিকারী হবে (Ibn Abī Shaybah 1409H, 31417) ।

কাজেই 'ইসলামী শরী'আহ্ আইন মুতাবিক বিচারে ব্যভিচারজাত সন্তান প্রমাণিত হলে সে পিতার বা পিতৃকুলের আত্মীয়গণের মাল বা সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। ব্যভিচারজাত সন্তান কেবল তাঁর মা বা মাতৃকুল আত্মীয়গণের ওয়ারিস হতে পারে এবং তারাও (মা বা মাতৃকুলের আত্মীয়গণ) ঐ সন্তানের ওয়ারিস হতে পারবে। স্বামী তার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভের কোনো সন্তানকে হারাম সন্তান বললে বা তুহ্মাত দিলে তাকে ইসলামী শরী'আহ্-এর বিধান অনুযায়ী 'লিআন'-এর বিচারে অভিযুক্ত করা হবে' (Bashar 1997, 53)।

উত্তরাধিকারী হবার বাধাসমূহের মধ্যে অন্যতম হল 'ব্যভিচারজাত সন্তান' হওয়া। ব্যভিচারজাত সন্তান তার অবৈধ পিতার উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত। ব্যভিচারজাত সন্তানকে কেবল মাতার সন্তান বলা হয় এবং সেহেতু সে তার মাতার ও মাতার সম্পর্কীয় স্বজনদের নিকট হতে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। তবে ব্যভিচারজাত সন্তান তার একই মাতার বৈধ পুত্রের নিকট হতে সম্পত্তির অংশ পেতে পারে না (Rahman 2009, 13)।

৫.১.২. খ্রিস্টান আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের উত্তরাধিকার

খ্রিস্টান আইন[৩]-এ ব্যভিচারজাত সন্তানের সম্পদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'বৈধ স্বামী ও স্ত্রীর সন্তানগণকে 'খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইন' উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু অবৈধ সন্তানগণকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে না (Ibid, 184)।

৫.১.৩ হিন্দু আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের উত্তরাধিকার

'হিন্দু আইন'[৪]-এ ব্যভিচারজাত সন্তানের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দু'টি আইনের ভাষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল:

(ক) 'হিন্দু পিতামাতার অবৈধ সন্তান'-এর জন্য হিন্দু আইন প্রযোজ্য হবে। (Ibid,106)। অর্থাৎ ব্যভিচারজাত সন্তানের মাতাপিতা উভয়ই হিন্দু হলে, তার জন্য হিন্দু আইন প্রযোজ্য হবে।

(খ) 'অবৈধ পুত্র যার পিতা হিন্দু, মাতা মুসলমান'- তার জন্য হিন্দু আইন প্রযোজ্য হবে না (Ibid.)। অর্থাৎ ব্যভিচারজাত সন্তানের পিতা হিন্দু, মাতা মুসলমান হলে তার জন্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য হবে না।

৫.১.৪ বৌদ্ধ আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের উত্তরাধিকার

ভারতীয় বৌদ্ধ[৫] ধর্মালম্বীদের জন্য বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন নেই। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ডি. এফ. মোল্লা তাঁর বলেন, 'ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় অবশ্য তাদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত' (Ibid, 173)।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ইসলামী মিরাস আইন ও হিন্দুদের জন্য হিন্দু উত্তরাধিকার ও বৌদ্ধদের জন্য বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন প্রণীত হয়। সে সময় ভারতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য আলাদা কোনো আইন করা হয়নি। মিয়ানমারের বৌদ্ধদের উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারের লাইনের ৬ষ্ঠ স্তরে 'অবৈধ

৩. ***খ্রিস্টান আইন :*** এখানে 'খ্রিস্টান আইন' বলতে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের দেশসমূহের খ্রিস্টানদের জন্য নির্ধারিত উত্তরাধিকার আইনকে বোঝানো হয়েছে। '১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন-এর ২৪-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য' (Rahman 2009, 182)।

৪. ***হিন্দু আইন :*** এখানে হিন্দু আইন বলতে ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইনকে বোঝানো হয়েছে। হিন্দু ও হিন্দু আইনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'প্রাচীনকালে সিন্ধুনদের উপকূলে যে আর্যজাতি বসতি করে, তারাই হিন্দু। হিন্দুগণ আদিকাল হতেই ব্যক্তিগত জীবনে তাদের সনাতনী প্রথা পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে আসছেন বিধায় হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। কিন্তু যেহেতু আর্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত সেহেতু তাদের ধর্ম এবং আইনকে হিন্দু আইন বলা হয় (Ibid, 106)।

৫. **বৌদ্ধ পরিচিতি :** গৌতম বুদ্ধের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধধর্ম একটি বিরাট শক্তিশালী ধর্ম। বাংলাদেশ-ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছাড়াও ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, কম্পুচিয়া, লাওস, কোরিয়া, চীন, জাপান ও সোভিয়েত রাশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (Ibid, 171)।

সন্তান ও অবৈধ সৎপত্নীর সন্তান'-এর উল্লেখ রয়েছে (Ibid, 175)। এজন্য দেশভেদে বৌদ্ধদের উত্তরাধিকার আইন আলাদা।

৫.১.৬ ব্যভিচারজাত সন্তানের সম্পত্তিতে মাতা ও তৎকুলের আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার

একটা ব্যভিচারজাত সন্তানকে কেবল তার মায়ের সন্তানই বলা হয় এবং তাই সে তার মা ও মায়ের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করে এবং তারাও আবার ওই সন্তানের নিকট হতে সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বিচারের রায়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ব্যভিচারজাত পুত্র একই মায়ের বৈধ পুত্রের নিকট হতে সম্পত্তির অংশ পেতে পারে না।

৫.২ প্রচলিত আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের অধিকার

প্রচলিত আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের অধিকার প্রসঙ্গে নারীর অধিকার/ধারা ১৩-এ বলা হয়েছে,

ধারা-১৩। ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান:

অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন ধর্ষণের কারণে কোনো সন্তান জন্ম লাভ করলে–

(ক) এই সন্তানকে তার মাতা কিংবা তার মাতৃকুলীয় আত্মীয়- স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাবে;

(খ) এই সন্তান তার পিতা বা মাতা, কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকারী হবে;

(গ) এই সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে;

(ঘ) এই সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় তার বয়স ২১ বছর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হবে, তবে একুশ বছরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন করা পর্যন্ত প্রদেয় হবে (Saleque 2014, 74)।

সুতরাং প্রচলিত আইনে ব্যভিচারজাত সন্তানের অধিকার রাষ্ট্র বহন করবে এবং তাকে তার মাতা বা মাতৃকুলীয় আত্মীয়-স্বজনদের দায়িত্বে রাখা যাবে। এ সন্তান তার মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে।

৬. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ব্যভিচারজাত সন্তান প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সঙ্গত কারণে সাধারণভাবে নিন্দিত, অপমানিত, অবহেলিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত। কিন্তু নিঃসন্দেহে সে তার জন্মের ব্যাপারে দায়ী নয়, দায়ী সেই পুরুষ ও নারী; যাদের অবৈধ যৌনাচারের ফলে তার জন্ম। তারা তাদের অপকর্মের দ্বারা সভ্য ও সুশীল সমাজব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে এবং ব্যভিচারজাত সন্তানকে সমাজে অপমানের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত করেছে। ' ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার: শরী'আহ্ আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শীর্ষক আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের ফলাফল ও প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

৬.১ ফলাফল

১. ইসলামে যিনা বা সর্বপ্রকার অবৈধ যৌনাচারকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু যিনার দ্বারা গর্ভধারণ হলে সে গর্ভকে সুরক্ষার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২. ব্যভিচারজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলামে যিনাকারিণীকে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত হদ্দ বা ইসলামী রাষ্ট্রের যিনার দণ্ড কার্যকর না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩. ব্যভিচারজাত সন্তান জন্ম লাভ করার পর তাকে দুই বছর দুধপান করানো পর্যন্ত তার মায়ের ওপর অর্পিত শাস্তি আদালতের পক্ষ থেকে স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৪. ব্যভিচারজাত সন্তানকে দুই বছর দুধপান করানোর পর বিচারক বা রাষ্ট্রপ্রধান পর্যবেক্ষণ করবেন; শিশুটি মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য খাবার খেতে শিখেছে কিনা বা অন্য খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে কি না। তারপর তার মায়ের যিনার বিচারের রায় কার্যকর করা হবে।

৫. অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যভিচারজাত সন্তানের লালন পালনের জন্য তার মায়ের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে অথবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. ব্যভিচারজাত সন্তান তার মায়ের ও মায়ের আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

৭. ব্যভিচারজাত সন্তানের সম্পদে তার মা ও মায়ের আত্মীয়-স্বজনগণ নিয়মানুযায়ী উত্তরাধিকারী হবে।

৮. বনি আদম হিসেবে ব্যভিচারজাত সন্তানও সমাজে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ প্রাপ্ত হবে।

৬.২ প্রস্তাবনা

১. অবৈধ যৌনাচারের মাধ্যমে হলেও গর্ভধারণ হলে গর্ভ নষ্ট করা যাবে না, এটি নরহত্যার শামিল।

২. অবৈধ যৌনাচারের মাধ্যমে গর্ভধারণ হলে গর্ভস্থ সন্তানকে স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করার অধিকার রক্ষা করতে হবে।

৩. ব্যভিচারজাত সন্তানের প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর্যন্ত লালনপালনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রাপ্তবয়স্ক হলে পুত্র হোক কন্যা হোক বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ইসলামী শরী'আহ মুতাবিক তাদের অধিকার প্রদান করতে হবে।

৬. অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের নিজ নিজ ধর্মের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য প্রদান করতে হবে।

৭. সর্বোপরি রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব হতভাগ্য ব্যভিচারজাত সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার জন্য যথাযথ আইনের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সচেতন হতে হবে, যাতে সমাজের আর নারী-পুরুষের অবৈধ যৌনাচারের কারণে হতভাগ্য কোনো ব্যভিচারজাত সন্তান জন্মগ্রহণ না করে। পাশাপাশি বনি আদম হিসেবে শুধুমাত্র মানবিক কারণে ব্যভিচারজাত সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তা ও অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdī al-Sijistānī, 2005. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Mahmūd ibn ‘Abdullah al-Husainī al-Baghdādī. 1997. *Rūh al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qurān al-’Adhīm wa al-Sab’a al-Mathānī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Masʿūd ibn Muḥammad al-Farrāʿ. 1997. *Maʿālim al-Tanzīl*. Makka: Dār Taibah.

Al-Bahūtī al-Ḥambalī, Manṣūr ibn Yūnus. 1986. *Kashshaf al-Qina' 'An Matn al-Iqna'*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 1994. Al-Sunan al-Kubrā. Makka: Maktaba Dār al-Bāz.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muḥammd ibn Ismāʿīl. 1987. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Fatāwā Al-Hindyia, Allama al-Humam Shaykh Nizam & group of Indian Hanafi scholars. 1991. Bairut: Dār al-Fikr.

Ali, Dr. Ahmad. 2015. *Islamer Shasti Ain*, Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Al-Jailayī al-Hanafī, Fakhr al-Dīn ʿUsmān ibn ʿAlī. 2000. *Tabyīn al-Haqāyiq Sharh Kanj al-Dakāyiq.* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Jurjānī, Abu Bakr Abd al-Qāhir bin Abd ar-Rahmān bin Muhammad. 1405H. *Kitāb al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī

Al-Kāsānī, ‘Alauddin Abū Bakr. 1986. *Badāi‘ al-Sanāi‘ fī Tartīb al-Sharāi‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Kulaynī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Yaʿqūb ibn Isḥāq. ND. *Al-Kāfī*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn ʿAli ibn Abu Bakr ibn ʿAbd al-Jalīl al-Farghānī. ND. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī.

Al-San'anī, Abd al-Razzāq ibn Hammām ibn Nāfi'. 1403H. *Musannaf*. Bairut: Al-Maktab al-Islāmi.

Al-Shuhūd, ʿAlī Ibn Naif, Al-Shuhūd. ND. *Al-Mufassal fi Sharhi Ayati LA IQRAHA FI AL-DIN*, Al-Maktabah Al-Ash-Shamilah, 4th Edition.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. ND. *Al-Sunan*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al- ‘Arabī.

BABED, *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*. 1994. Dhaka: Bangla Academy Dhaka.

BAEBD, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary.* 2006. Dhaka: Bangla Academy Dhaka.

Bashar, Mohammad Abul. 1997. *Muslim Paribarik Ayeen-Qanun.* Dhaka: Research Deepartment of Islamic Foundation Bangladesh.

Ibn ‘Abidīn, Muhammad Amin ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-’Azīz al-Hanafī. 1992. *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr 'Abdullaah ibn Muhammad. 1409H. *Musannaf*. Riyadh: Maktaba al-Rushd.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad. 2000. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wil āy al-Qurān*. Damascus: Dār al-Qalam.

Ibn Mājah, Muhammad ibn Yajīd. ND. *Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1968. *Al-Mughnī*. Cairo Maktaba al-Qahirah.

Islamweb.net. 2004. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/53386/حكم-وراثة-ولد-الزنا-من-أبيه-من-الزنا/

Jahangir, Dr. Khondakar Abdullah. 2016. *Islami Aqida.* Jhenaidah: Al-Sunnah Publications,

Mālik, Ibn Anas. 2004. Al-Muwatta. Egypt: Dār Ihyā’ al-Turāth al-ʿArabī.

Mālik, Ibn Anas. ND. *Al-Mudawanah al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2002. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī

Musnad As-Sahābah fī Al-Kutub Al-Tis`ah. N.D, Al-Maktabah Al-Ash-Shamilah.

OALD, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. 1987. Oxford University Press.

Rahman, Dr. Muhammad Fazlur. 2010. *Al-Mu`jam Al-Waāfī*. Dhaka: Riyad Prokashoni.

Rahman, Gazi Shamsur. 1986. *Dewani Aiyner Vashya*. Dhaka: Khoshrose kitab Mahal.

Rahman, Muhammad Abdur. 2009. *Islamer Uttaradhikar Ain*. Dhaka. Bangladesh Islamic Centre.

Saleque, Md. Abdus Ex. 2014. Judge. *Procholito Ayeeney Narir Odhikar*. Bogra: Chhaya Neerh.

Sharif, Ahmad. 2007. *Bangla Academy Sangkhipto Bangla Obhidhan*. Dhaka: Bangla Academy Dhaka.